উদয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন
নীলাচলে
মহাপ্রভু

মোহন মজুমদার প্রযোজিত

উদয় চিত্র প্রতিষ্ঠান (প্রাইভেট) লিমিটেডের

নিবেদন

"নীলাচলে মহাপ্রভু"

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত : রাইচাঁদ বড়াল

চিত্রশিল্পী	:	অমূল্য মুখোপাধ্যায়।
শব্দানুলেখন	:	শ্যামসুন্দর ঘোষ, মনি বসু, বাণী দত্ত (সঙ্গীত)।
সম্পাদনা	:	হরিদাস মহলানবীশ।
শিল্পনির্দেশ	:	সত্যেন রায় চৌধুরী।
চিত্রনাট্য	:	বিমল মিত্র।
গীতিকার	:	প্রণব রায় ও বৈষ্ণব মহাজন।
নৃত্যপরিকল্পনা	:	অনাদী প্রসাদ।
সঙ্গীত পরিবেশন ও সঞ্চালন	:	দুলীচাঁদ বড়াল।
কর্ম সচীব	:	প্রিয় মুখোপাধ্যায়।
রূপসজ্জা	:	পি. গোস্বামী।
সাজসজ্জা	:	যতীন কুণ্ডু, শের আলী।
পটশিল্পে	:	রামচন্দ্র সিন্ধে।
মৃৎশিল্পে	:	প্রহ্লাদ পাল।
ব্যবস্থাপনা	:	কমল সেন।

সহকারী

পরিচালনা	:	জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর চ্যাটার্জী
সংগীত	:	দুলীচাঁদ বড়াল, ব্রজেন সেন।
চিত্রশিল্প	:	সুশান্ত মিত্র।
শব্দানুলেখন	:	গোপী কোলে, সুজিৎ সরকার, হৃষি বন্দ্যো:
সম্পাদনা	:	নিমাই রায়।
শিল্পনির্দেশ	:	কানু চৌধুরী, রবি চট্টো:
ব্যবস্থাপনা	:	অমল দত্ত।
স্থিরচিত্র	:	স্যাংগ্রীলা।
রূপসজ্জা	:	বিজয় নন্দন, ভীম নস্কর।
হিসাব রক্ষক	:	শিবশঙ্কর দাস।
প্রচার সঙ্ঘ	:	ব্রাইট স্পট; অজিত সেন; এস. বি. কনসার্ণ; গ্লেমার ষ্টুডিও; আর্টিসান।

কাহিনী

প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা।

কথায় বলে যত মত তত পথ।

সনাতন হিন্দুধর্মের বহুমুখী মত ও পথ একান্তভাবে মিলিত হয়েছিল নীলাচলে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে সেদিন।

উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্র সে সময়ে হিন্দুরাজ শক্তির প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সে প্রাণের স্পন্দন বুঝিবা স্তিমিত হয়ে আসছিল প্রতিদিন, চক্রীর চক্রান্তে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপালক, পরম ভট্টারক, রাজাধিরাজ মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব তখন কর্ণাটের যুদ্ধক্ষেত্রে। উড়িষ্যার শাসনরশ্মি পরম চক্রী মন্ত্রী বিদ্যাধরের হাতে—মহামন্ত্রী বিদ্যাধর, উড়িষ্যার রাজসিংহাসন লোলুপ বিদ্যাধর, প্রজাপীড়ক বিদ্যাধর।

উড়িষ্যার নীলাম্বুবিধৌত তটভূমি থেকে বিন্ধ্যগিরিমালা পর্য্যন্ত জনপদ জর্জরিত হয়ে উঠেছিল ঐ পাষণ্ড বিদ্যাধরের অমানুষিক অত্যাচারে।

মহামৃত্যুর করালছায়া প্রতিনিয়তই গ্রাস করে চলেছিল ঐ অবহেলিত উড়িষ্যাবাসীদের আশা ভরসার আকাশ। তারা সেদিন ভেবেছিল তাদের দেশ নেই, রাজা নেই, ভগবান নেই, জগৎবন্ধু জগন্নাথও তাদের ছেড়ে চলে গেছেন এই সঙ্কটকালে। মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনই তাদের নিশ্চিত ভবিষ্যত।

কে বলেছে ভগবান নেই ?

অত্যাচারে উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে মানুষ যখন আকুলকণ্ঠে আবেদন জানায় "আমাদের মৃত্যুর পথ থেকে অমৃতলোকে নিয়ে চল,—তমসা অপসারণ করে আলোর পথ দেখাও" তখনই ত নবরূপে আবির্ভূত হন তিনি নিপীড়িত মানুষকে উদ্ধার করতে তাঁর অনন্ত প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনে।

তাই সহসা সেদিন নীলাচলের তমসাচ্ছন্ন আকাশে দেখা দিল অপূর্ব এক আলোকচ্ছটা। বাতাস মুখরিত হল অশ্রুতপূর্ব দেবোপম সুরমূর্ছনায়—

"জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—"

তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন। ওরে অবহেলিত ! ওরে দুঃখী ! ওরে কাঙাল ! এবার বুঝি তোদের পারের উপায় হল ; তোদের দুঃখের পশরা নিজের মাথায় তুলে নিতে সেই প্রেমের ঠাকুর আজ এসেছে। আশা আনন্দের মহাপ্লাবন বয়ে গেল নীলাচল ধামে।

শঙ্কিত হয়ে উঠল ব্রাহ্মণকুল—যারা এতকাল ধরে বঞ্চিত করে এসেছে ঐ নিরীহ অস্পৃশ্যদের মানুষের অধিকার থেকে। উড়িষ্যার সিংহাসন লাভের সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল বিদ্যাধরের—যে ঐ অস্পৃশ্যদেরই উন্মুক্ত তরবারির শাসনে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করবে ভেবেছিল।

মন্ত্রণা বসল রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে। রাজ্যলোলুপ বিদ্যাধর আর স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণেরা লিপ্ত হল এক ষড়যন্ত্রে—কি উপায়ে ঐ সাম্যবাদী মুণ্ডিত মস্তক নবীন সন্ন্যাসীকে অপসারিত করা যায় নীলাচল থেকে।

ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন বিষ্ণুবল্লভা লক্ষ্মী। দুরাত্মাদের চক্রান্ত সমুদ্র মন্থণ করে অবতীর্ণা হলেন বহুজনবল্লভা চন্দ্রাবলী—জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী। বিদ্যাধরের আদেশে চন্দ্রাবলীকে যেতে হবে ঐ নবীন সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনকে শৃঙ্গার রসে রঞ্জিত করতে।

কোথায় সে সন্ন্যাসী ?

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সার্বভৌমের পরমাত্মীয় গোপীনাথ। গোপীনাথ মহাপ্রভুর একান্ত আপনজন। প্রেমের কঠিন নিগড়ে সে বেঁধেছে প্রেমের ঠাকুরকে হৃদয় বেদীতে। ঠাকুর তার বাল্যের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।

বিদ্যাভিমানী সার্বভৌম বলেন—'নবীন সন্ন্যাসী ভাবোন্মাদ—তার শাস্ত্রজ্ঞান হয়নি ; তাকে রীতিমত অধ্যয়ণ করতে হবে। গোপীনাথ জানে তার প্রেমের ঠাকুরকে ;—জানে তিনিই বেদ, তিনিই বিদ্যা, তিনিই বিজ্ঞান, তিনিই ব্রহ্ম। সে জানে সার্বভৌমের এ ভুল একদিন ভাঙবে,—ধুলার সঙ্গে মিশে যাবে তার আকাশচুম্বী শাস্ত্রাভিমান।

পাণ্ডিত্যের অহংকারে অন্ধ সার্বভৌম এগিয়ে এল অধ্যাপনায়। কিন্তু সর্ব গর্ব তার চূর্ণ হয়ে গেল নবরূপী পূর্ণব্রহ্মের পাদমূলে, সার্বভৌম জানল—

"ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব।"

প্রেম যমুনার পূত সলিলে মিশে গেল সার্বভৌম। ঘুচে গেল তার আমিত্ব।

আর চন্দ্রাবলী ?

মন হরণ করতে এসে নিজেকেই হারিয়ে ফেললে সে নিষ্কাম প্রেম সমুদ্রে। সে জানল তার দেবদাসী-জীবন সার্থক হয়েছে সচল জগন্নাথের পাদস্পর্শে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিদ্যাধর। বিচার কক্ষে শৃঙ্খলিতা দেবদাসীর কাছে সে জানতে চায়, জগন্নাথের দেবদাসী হয়ে কোন অধিকারে সে সাধারণ মানুষকে সমর্পণ করেছে তার দেহ মন ?

দেহ ?

না।

হ্যাঁ, এ মন ছাড়া তাঁকে আর কি দেবার আছে ? রত্নাকর যাঁর গৃহ। ত্রৈলোক্য পূজিতা লক্ষ্মী যার গৃহিণী তাঁকে কি আর দেবার আছে ? হ্যাঁ শুধু মন তাকে দিতে পারা যায়—যে মন বৃন্দাবনের চকিত নয়না গোপিণীরা হরণ করে নিয়েছে। প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে বিদ্যাধর আদেশ দেয় দেবদাসীকে নিরাভরণ করে কশাঘাত করতে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন বিচার কক্ষে বজ্রনির্ঘোষ হয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে সভাসদগণ দেখে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আবির্ভাব। কুচক্রী বিদ্যাধর যাঁকে গোপনে হত্যা করতে গুপ্তচর প্রেরণ করেছিল।

মুক্ত হল দেবদাসী।

নিক্ষিপ্ত হল বিদ্যাধর অন্ধকার কারাগৃহে। উড়িষ্যার সিংহাসনে আবার আসীন হলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র। কিন্তু প্রতাপরুদ্রও ক্ষুব্ধ হলেন উড়িষ্যায় এই প্রেম গানের বন্যা দেখে। জাতি ক্লীব হয়ে যাচ্ছে প্রেমের প্লাবনে। রাজশক্তি শিথিল হয়ে পড়বে ক্লীব জাতির অক্ষমতায়। মহারাজ প্রতাপরুদ্র চিন্তিত হলেন। তিনিও চাইলেন ঐ সন্ন্যাসীকে নিরস্ত করতে, প্রয়োজন হলে বন্দী করতে। কিন্তু কোথায় সে সন্ন্যাসী ?.....

সঙ্গীতাংশ

(১)

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকুলং নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন বসতি লীলা পরিচয়ো
জগন্নাথঃস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন প্রাসাদান্তে সহজ বল ভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা মধ্যস্থঃ সকল সুর সেবা বসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্য বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হরত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো ! দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে ॥

(২)

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈক বন্ধো।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো ॥
হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম।
হাহা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

(৩)

কি রূপ হেরিনু মধুর মূরতি
পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক আর ॥
বর বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চাঁদ
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কেনা হইল নিরমান
তরল নয়ানে তেরছ চাহনি
বিষন কুসুম বাণ ॥

(৪)

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ
মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো···নিরাশ্রয়ং মাং
জগদীশ রক্ষ ॥

(৫)

জগন্নাথ জগৎবন্ধু তুমিই দীন শরণ হে
দুখীজনের সান্ত্বনা তুমি
তুমি দীন শরণ হে ॥
তুমি ভিক্ষু তুমি দাতা
সকল জীবের পরিত্রাতা
কভু তুমি নাথ
কভু তুমি দাস
তুমি পতিত পাবন হে ॥

(৬)

সেই সে পরাণ নাথে পাইনু।
যাঁহা লাগি মদন দহনে
ঝুরি গেনু ॥
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর,
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
শীতের ওড়নী পিয়া গিরীশের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥

(৭)

শ্যাম অভিসারে চলুঁ বিনোদিনী রাধা
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলের মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী।
নাশায় বেশর দোলে মুকুতার হিল্লোলে
নবীনা কোকিলা যেন আধ আধ বোলে ॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিকে চায়।
মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যাম রায়

(৮)

জ্ঞান বিফল সাধু প্রেম বিনা
রতন শোভেনা যথা হেম বিনা ॥
বিফল জনম হরিনাম বিনা
নাম বিনা প্রাণারাম বিনা ॥
জল বিনা মীন যথা
তিলেক না বাঁচে
পিয়াসী চাতক যথা
মেঘবারি যাচে।
চন্দ্র বিহনে যথা বিফল যামিনী
কান্ত বিরহে যথা মলিন কামিনী ॥

(৯)

সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো
বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো
নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ

(১০)

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ

(১১)

ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদি রাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্

(১২)

হরি হরি হরি বোল মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
গোবিন্দ বোল জয় গোবিন্দ বোল ॥

(১৩)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ

(১৪)

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়
দেয়ি তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া যেন না ছোড়বি মোয় ॥
গনইতে দোষ গুণ লেস না পায়বি
যব তুঁহুঁ করবি বিচার
তুঁহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহি না মুই ছার ॥
কী এ মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ
করম বিপাকে গতায়সি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পর সঙ্গ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইয়ে ভবসিন্ধু
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিন এক দেহ দীনবন্ধু

(১৫)

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্ ॥

(১৬)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(১৭)

বন্ধু—
আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল,
কত গোঙাইব কাল।
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরিহার,
এত পরিহার।
এক তিল যাহা বিনু যুগ শত মানি
তাহে কি এতহু দিন সহয়ে পরানি,
সহয়ে পরানি
কেমন ক'রে দিন যাপিব
বঁধুর বদন না হেরিয়া
কেমন ক'রে দিন যাপিব
তাহে কি এতহু দিন সহয়ে পরানি,
সহয়ে পরানি।

যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিও
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিও
জানায়ে দিও, অভাগিনীর কথা জানায়ে
সে তোমার বিরহে প্রাণ ত্যজিবে,
অভাগিনীর কথা জানায়ে দিও।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিও ॥
দিবস গনিতে আর নাহিক শকতি
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি
এছার জীবন আর ধরিতে নারি
এবার না আইলে পিয়া নিশ্চয় মরিব ॥

(১৮)

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ
নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার
প্রাণ রে

(১৯)

হরিবোল·····হরিবোল·····

(২০)

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদ বদন ॥
কাঁহা মোর প্রাণবঁধু নবঘন শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কা

(২১)

হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো দীনবন্ধু জগৎপতে
গোপেশ গোপীকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তে

(২২)

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে
হে সিন্ধু-কন্যা পতে
হে কংসাতক হে গজেন্দ্র করুণা—
পারীণ হে মাধব
হে রামানুজ হে জগৎ-ত্রয়ো-গুরো
হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাম্
হে গোপীজননাথ পালয় পরং
জানামি ন ত্বাং বিনা।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-ও অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ-এ আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

নিউ থিয়েটার্স, বেঙ্গল ফিল্ম ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ধীরেন্দ্র নাথ ভৌমিক

আর, বি, মেহতা

কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ

সন্ধ্যা মুখোঃ * প্রতিমা বন্দ্যোঃ * ছবি বন্দ্যোঃ

ধনঞ্জয় ভট্টাঃ * মানব মুখোঃ

রূপায়ণে ঃ

সুমিত্রা দেবী, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, শিখারাণী, সুমিতা বন্দ্যোঃ, জ্ঞানদা কাকুতি, সুরুচি সেনগুপ্তা, কুমারী ইন্দানী, আরতি দাশ ইত্যাদি

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাঃ, নীতিশ মুখোঃ কানু বন্দ্যোঃ, গুরুদাস বন্দ্যোঃ, ভানু বন্দ্যোঃ, অমর মল্লিক, বীরেশ্বর সেন, শিশির বটব্যাল, হরিমোহন বসু, শ্যাম লাহা, হরিধন মুখোঃ, কেষ্টধন মুখোঃ, প্রীতি মজুমদার, নৃপতি চট্টোঃ, বেচু সিংহ, পারিজাত বসু, মনি শ্রীমানী, সমীর মজুমদার, দুর্গাদাস, সুধীর রায় চৌধুরী, সৌরেণ ঘোষ, শিবশংকর সেন, শান্তি দাশ গুপ্ত, শৈলেন মুখোঃ, মুকুন্দ চট্টোঃ, আদিত্য বোস, সুবিমল ঘোষ, ছবি রায়, প্রণব রায়, প্রানানন্দ চট্টোঃ, সুবল সখা, প্রেমতোষ রায়, মাঃ তিলক

এবং

অসীম কুমার ও দীপ্তি রায়

প্রচার ঃ হিরণ্ময় দাশ গুপ্ত।

পরিবেশনা ঃ **বৈদ্যনাথ দে** (কলিকাতা)

মুভীমায়া প্রাইভেট লিঃ (মফঃস্বল)

মুভীমায়া প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ হইতে প্রচার সচিব হিরণ্ময় দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।